স্বর্ণময়ী—কবিতা-লতা—প্রথম পল্লব।

অবলা কি অ-বলা ?

বাইরণের আত্মা-পুরুষ প্রণীত।

শ্রীবিহারী লাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,—৩৭৩ নং আপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো,

আর্টিষ্ট প্রেশে

শ্রীগরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

মূল্য ।০ চারি আনা। মাসুল ।১০ অৰ্দ্ধ আনা।

আমার বক্তব্য।

পরিণত বয়স্ক যুবক যুবতীগণের পক্ষে এই পুস্তকের কোন অংশই কঠিন বোধ হইবে না। কিন্তু সুকুমার মতি পাঠক পাঠিকারাও যাহাতে সমস্তের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে, পুস্তকের শেষ ভাগে (পরিশিষ্টে) অপেক্ষাকৃত দুরূহ অংশ সকলের তাৎপর্য্য লিখিয়া দিলাম। গ্রন্থোল্লিখিত বিদেশিনী রমণীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও রহিল। পুস্তকের কবিতাগুলির চরণে (ষ্টান্‌জা) যেরূপ সংখ্যা দেওয়া আছে, পরিশিষ্টে সেইরূপ সংখ্যা-নুসারে অর্থ লিখিত হইল। আমাদের দেশে আজি কালি নীতি চর্চ্চার যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে সন্দেহ করি না যে, অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই পুস্তকের বিশেষ সমাদর করিবেন, ইতি।

গ্রন্থকার।
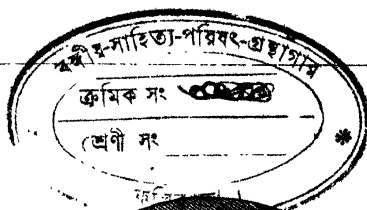
কে বলে অবলা রমণী তোমারে ?
হাসাতে, কাঁদাতে, নাচাতে পার,
বাঁচাতে, রাখিতে, মজাতে, বধিতে,
এ জগতে হেন কে আছে আর ?

১১৭ চরণ দেখুন।
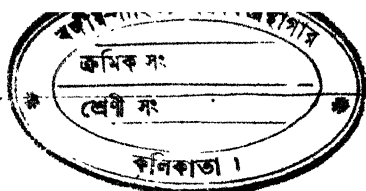
অবলা কি অব-লা ?

স্বর্ণময়ী কবিতা লতা।

১ কে বলে অবলা রমণী নিচয়ে—
দুস্তর সংসার সাগর জলে,
হ'য়ে কর্ণধারা, বাহিতেছে যারা,
পুরুষের দেহ-তরণীদলে ?

২ অনুগত দাস—পুরুষ—জীবনে
লইয়া, তাহাতে প্রফুল্ল হ'য়ে,
যে দিকে মনন, করিছে গমন
ভাসা'য়ে তরণী অকুতোভয়ে !

৩ সুনিপুণ করে, করে সঞ্চালন—
যথা প্রয়োজন ক্ষেপণী বায়,
হেলিতে, দুলিতে, নাচিতে, নাচিতে,
ভাসিতে, ভাসিতে, তরণী যায়।

৪ সুঘোর ঝটিকা হইয়া উত্থিত,
যদি আলোড়ন করে সাগর,
প্রলয়ের ঘন, আচ্ছাদি গগণ,
গরজি, হৃদয়ে জনমে ডর—

৫ যদিবা সাগর, গভীর নির্ঘোষে,
গগণ নিনাদে ধরয়ে তান—
তরঙ্গের সার, উঠি বার বার,
পরস্পরাঘাতে শতেক খান—

৬ বক্ষেতে বহিতে ভাবি হতমান—
ভাসমান তরি গ্রাসন তরে,
সিন্ধু উথলিয়া, ফেন উগারিয়া,
বিশাল উদর ব্যাদান করে।—

৭ সে ভূত-সমরে কি করিতে পারে ?
সাগর উচ্ছাসে কিসের ভয় ?
ডোবে কি তরণী, যাহাতে রমণী,
প্রণয়ের হাল্, ধরিয়া রয় ?

৮ দুঃখ-প্রভঞ্জন না পারে টলা'তে,
ভাসা'তে বিপথে কুপথে আর ;
যাক্ যথা যায়, পথ না হারায়,
দিক্-দরশন হৃদয়ে তার !

৯ যেতেছে লইয়া ভাসা'য়ে, ভাসা'য়ে—
হরষ-সুমৃদু-পবন ভরে—
ধ'রে মিষ্ট মুখ, দিয়া কত সুখ
হাসিয়ে, হাসা'য়ে ক্ষণেক তরে ;

১০ এ মধুর হাসি ক্ষণমাত্র স্থায়ী—
পলকে প্রতিভা ভুবন ভরে ;
নিমিষে আবার ঘোর-অন্ধকার,
চপলা যেমতি অম্বর'পরে।

১১ কি কারণে হাসে, কে বলিতে পারে ?
বিরক্তির হেতু, কেহ কি জানে ?
রমনীর মন, না জানি কেমন,
করে যাহা, যবে, চাহেরে প্রাণে !

১২ লঘু অপরাধে, কিম্বা অকারণে,
ঘুরা'য়ে নয়ন, হেলা'য়ে কায়,
কখন রাগিয়া, তুফা'নে ফেলিয়া,
সজোরে ঘাষছে পাহাড় গায় !

১৩ সাঙ্ঘাতিক রূপে দিতেছে মোচড়া,
ঘুরা'য়ে, ফিরা'য়ে, ঘুরা'য়ে হায় !
কর্ণ করে ধরি, প্রাণপণ করি,
হাবু ডুবু খাওয়া শিখাতে চায় !

১৪ কখন অতীব যত্ন সহকারে,
বাহিয়া বাহিয়া অগাধ জলে
গিয়া পরিশেষে, বলে মৃদু হেসে,
"এখনি ডুবাব সাগর তলে"।

১৫ “কর’না এমন, বাঁচাও জীবন,
বলে ছিলে যাবে সুখের পারে,”
ভয়-ত্রস্ত-মতি, কাকুতি মিনতি
করে, নর তবু শুনেনা তারে।

১৬ এ হেন নারীরে কে বলে অবলা ?
যে বলে, জানেনা কি গুণ কার,
ঘোর অরসিক, মূর্খ অপ্রেমিক,
সাংসারিক জ্ঞান নাহিক তার।

১৭ যে বলে বলুক, বলিবনা আমি ;
জানি সবিশেষ প্রিয়ার মোর
যেরূপ ক্ষমতা, বল ও প্রভুতা—
যেরূপ কঠিন প্রণয়-ডোর।

১৮ জানি আমি, যদি কখন তাহার,
বদন বহিয়া, নয়ন-জল
হয় বিগলিত, প্রাণ আকুলিত,
হইয়া, শরীর হারায় বল।

১৯ শরীর, সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অবশ,
জ্ঞান হয় যেন দুঃসহ ভার ;
ইন্দ্রিয় সকল হয় হীনবল,
হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা আর।

২০ পৌরুষ সাহস থাকেনা আমার ;
মনের ভিতরে সংগ্রাম ঘোর,
ঘোরে ত্রিভুবন, প্রাণ উচাটন,
দিবসে তিমিরা রজনী মোর।

২১ ভাবুক যে জন, সেও কি কখন,
ভ্রমেও অঙ্গনা অবলা বলে ?
আর যেইজন, জীবনে কখন,
ঠেকেছে, দেখেছে, তাহার বলে ?

২২ যে জন, মজিয়া তাহার প্রণয়ে,
মনের উল্লাসে, সুখের আশে—
ছাড়ি বিদ্যাভ্যাস, আত্মোন্নতি আশ,
হ'য়েছে বাধিত ভুজের পাশে ?

২৩ যেজন, তাহার প্রণয়ের তরে,
পিতা-মাতা-গুরুজনের কথা
সজ্ঞানে ঠেলেছে,—মনেতে ভেবেছে.
"কলঙ্ক ডালিতে শোভিবে মাথা ?"

২৪ যেজন, তাহার প্রণয়ের লাগি,
কুল, শীল, মান, সুহৃদগণে
ত্যজি অকাতরে, সংসার ভিতরে,
যাপিছে একাকী তাহারি সনে ?

২৫ যেজন, তাহার প্রণয়ের হেতু,
স্বেচ্ছায় ত্যজিয়া ঐশ্বর্য্য পদে,
কুটীর আশ্রয়ে অক্ষুন্ন হৃদয়ে,
ডুবায়ে গরব প্রমোদ মদে ?

২৬ যেজন, তাহার সহবাস তরে,
সতত রাখিতে হৃদয়োপরে,
ভাবি দুঃখময় যত লোকালয়,
হ'য়ে বনবাসী, ত্যজেছে ঘরে ?

২৭ যেজন, তাহার তোষিবারে মন,
হ'য়েছে অজীন কৌপীন ধারী—
কমণ্ডলু হাতে, রুদ্রাক্ষ গলাতে
লয়েছে—হয়েছে কপটাচারী ?

২৮ যেজন, বিফল প্রেম-সম্ভাষণে,
গহন কাননে, বিজনে বসি,
ভাবিতেছে মনে, প্রাণাধিক ধনে,
অতুল বিমল রূপের শশী ?

২৯ মহাপাপ তুল্য সমস্ত ভাবনা,
বিহনে প্রিয়ার, যেজন গণি,
মনস্থির করি, চিন্তার লহরি—
সংযোগে, পূজিছে হৃদয়মণি ?

৩০ মরমে ব্যথিত কটাক্ষের শরে,
যেজন তাহার নিকটে ধায়—
অন্তরে শিহরে, উপশম তরে,
যাতনা-নিদান পায়ে লুটায়?

৩১ সুদূরে দেখিয়া তাহার বদন,
অজ্ঞান, বিহ্বল, উন্মাদ প্রায়,
মত্ত হস্তী মত, ভুলি হিতাহিত,
না দেখি যে-দিক-সে-দিকে ধায়?

৩২ দেখিয়া তাহার মোহনী মূরতি,
হারা'য়ে ধীরতা, মনের বল—
উদ্বেগ দমন, অসাধ্য সাধন—
যেজন, ভুলেছে সুবাদ ফল?

৩৩ যেজন, পুড়েছে বিরহ দাহনে,
জীবনেতে মৃত ভেবেছে মনে—
হায় পরিশেষ,—জেনেছে বিশেষ,
নিবেনা, কমেনা অনল বনে?

৩৪ সেও কি কখন বলিবে অবলা,
জগত ব্যাপারে ভাবিয়া দুখ,
করি দৃঢ়পণ, ছেড়েছে যেজন,
প্রেয়সী ভাবনা, ভেবেছে সুখ?

৩৫ যেজন,ভাবিয়া বদন কমলে,
অনিত্য,অসার সংসারে সার,
অমৃত লহরি, সুধা তুচ্ছ করি,
মুখ-মধু পান করিছে তার ?

৩৬ যেজন,জঞ্জাল মনে স্থির করি,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা হইতে ঘর
অন্তর করিয়া,সন্তানে ত্যজিয়া,
ভেবেছে তাহারে প্রধান বর ?

৩৭ কান্তিমান, হৃষ্ট, বলিষ্ঠ যুবক,—
যেজন, রমনী সাপিনীতরে,
হয়ে ক্ষীণকায়, ধুলায় লুটায়—
মলিন বিষণ্ণ বদন ধরে ?

৩৮ যেজন তাহারে লভিবার আশে,
অপকর্ম্ম করি দস্যুর মত,
তুলিতে বদন, পারেনা কখন,
শাস্তি, কটুকথা সয়েছে শত ?

৩৯ অনিবার্য্যরূপে হইয়া মোহিত,
কাণ্ডজ্ঞান হীন, পশুর প্রায়,
করি আলিঙ্গন, বাঁচাতে জীবন—
চিরকারাগারে যেজন যায় ?

৪০ নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে তাহারে,
প্রতিবাদী-বাধা করিতে ক্ষয়,
যেজন, সব্যস্তে, করেছে স্বহস্তে,
আত্মীয় শোণিতে লোহিত ময় ?

৪১ যেজন, ভ্রমিয়া সংসার সাগরে,
হ'য়ে ভীত, শ্বাত তুফান ডরে—
"দ্বীপ" দেখি নারী, সাহ্লাদে তাহারি,
আশ্রয় লয়েছে বক্ষের'পরে ?

৪২ সংক্ষেপে, যেজন, জেনেছে কেমন,
দেখেছে, বুঝেছে, রমনী ধনে—
করেছে বিচার—গেছে ভ্রম তার—
বারেক(ও) ভাবেনা "অবলা" মনে।

৪৩ তুমি চিন্তাশীল ! কি বলিবে তুমি ?
তুমি কি পেয়েছ তাহার অন্ত ?
অথবা ভাবিয়া, বিফল হইয়া,
হতাশেতে শেষে হ'য়েছ ক্ষান্ত ?

৪৪ যে মায়ার জাল করিয়া বিস্তার,
রেখেছে রমনী জড়ায়ে সবে,
তার কিছু সার, করে আবিষ্কার,
হেন কোন জন আছে কি ভবে ?

৪৫ যে গুণে সে পাশ হয় নিরমিত,
তার আদি অন্ত বুঝিতে পারে—
পারে যত ফাঁস, করিতে প্রকাশ,
হেন বল, ধাতা দিয়াছে কারে ?

৪৬ পারে উদ্ধারিতে যতেক পুরুষে,
নাশিয়া বিপাক, বাঁধনে কাটি—
বলী, হীনবলে, শিখাতে সকলে,
রমনীর তেজ করিতে মাটি ?

৪৭ যদি কেহ থাকে, মানব-অধিক —
দেবতা-অধিক-ক্ষমতা তার
কিম্বা পশু বন্য হতেও সামান্য,
উৎসাহ প্রবৃত্তি শরীরে তার !

৪৮ নাচিছে একাকী ষোড়শী রূপসী,
মোহিয়া সকলে অপূর্ব্ব রসে,
হতবুদ্ধি হ'য়ে, তার পানে চেয়ে,
শত শত লোক দেখিছে বসে !

৪৯ সুকোমল তনু বেড়িয়া, অম্বর
ঝুলিছে—ঝলিছে বরণ কিবা !—
সে সুযোগ হ'লে, চাহেরে সকলে,
প্রবেশিতে তার, ভিতরে গ্রীবা।

৫০ তোম খিটি তিনা বাজিছে বাজনা,
নাচিছে ললনা সুতালে তার,
দু'পদ আসিয়া, চকিতে ফিরিয়া,
ঘুরিয়া-হেলিয়া-কাঁপিয়া আর!

৫১ পুরুষের মন হামাগুড়ি দিয়ে,
উঠিছে তাহার হৃদয়'পরে—
সে নাচে যেমন, নাচিছে তেমন—
ঘুরিছে-হেলিছে-কাঁপিছে—থরে।

৫২ সমধিক শোভা সম্পাদন তরে,
বালা বাহু যুগ নাড়িছে রঙ্গে—
সবে স্থির করে, "প্রণয়ের ভরে,
ডাকিছে, আমারে মিশিতে অঙ্গে"!

৫৩ সরু মাজা খানি খেলিছে—সুগোল,
বিপুল, নিতম্ব দুলিছে ঘন,
"হ'তেছে তখন, পৃথিবী কম্পন,"
ভাবিয়াছে স্থির পুরুষগণ।

৫৪ তালে তালে পদ পড়িছে সুধীরে—
আসনে, আসরে পবিত্র করে—
হবে ভাগ্যবল, "চরণযুগল,
পড়িবে অভাগা বক্ষের'পরে"।

৫৫ "কোমল পরশ অনুভব করি,
পাদপদ্ম দুটি হৃদয়ে রাখি,"
ভাবিতেছে কেহ, জুড়াইরে দেহ
"রজ রেণু আহা ! শরীরে মাখি"।

৫৬ করেতে কঙ্কন, চরণে নুপুর
বাজিছে, যুবতী নাচিছে যবে,
"অপর সঙ্গীত অতীব ঘৃণিত,—
কেন বা বাজিছে নীরস রবে,

৫৭ "ওই কুন্-ঠুন্-ঝন্-ঝিন রবে,
বেহালা মৃদঙ্গ কোথায় লাগে ?
কু-যন্ত্র ধ্বনিতে, পাইনা শুনিতে,"—
বাদ্যকরে গালি দিতেছে রাগে।

৫৮ বিম্বোষ্ঠ ফুলায়ে, মুক্তা-দন্তরাজি,
ঈষৎ প্রকাশি, ধরিছে তান—
হ'য়ে হরষিত, আগ্রহ সহিত,
মিশিছে তাহাতে সবার প্রাণ !

৫৯ সমীরণাকাশ পুরিয়া সুতানে,
গাইতেছে বালা, মধুর স্বরে,
ভাবিছে রসিক, "যা বলিছে ঠিক,"
প্রবেশিছে গীত হৃদয়ন্তরে।

৬০ "বলিহারি যাই! কেড়ে নিল প্রাণ,
কথার বাঁধনি, স্বভাব কত,
আমরি, আমরি, বেশ লো সুন্দরি,
বাহবা, বাহবা, সাবাশ শত।

৬১ স্ফীত বক্ষঃস্থল উল্লাসে অপার;
মুখেতে প্রশংসা ধরেনা তার—
তোষিতে যুবতী, বলিছে তেমতি,
হ'তেছে উদয় যা মনে যার।

৬২ চঞ্চল নয়ন ঘুরিতে, ঘুরিতে,
যাহার উপরে পতিত হয়,
মনের আঁধার, দূরে যায় তার—
সেজন কি আর মানব রয়?

৬৩ তার শুভাদৃষ্টে অন্যজন দুঃখী,
দুর্ভাগ্যে আপন করয়ে ঘৃণা;
"হায়রে যুবতী, বাম মোর প্রতি,
নাহি এ জীবনে যন্ত্রণা বিনা।"

৬৪ ঠমকে—ঠমকে, নাচিতে নাচিতে,
যখন যাদের নিকট পানে,
হয় অগ্রসর, করে সমাদর,
সকলে, জনম সফল জ্ঞানে!

৬৫ চারু-লীলাবতী, রঙ্গ-বিলাসিনী,
যে দিকে ফিরায় কমলানন,
তখনি সকলে, মনে মনে বলে,
"আজি কি সুদিন, কি শুভক্ষণ !"

৬৬ সুচারু নয়না দয়া প্রকাশিয়া,
যদি কারু দিকে হাসিয়া চায়,
জনমের মত, ছাড়িয়া জগত,
স-শরীরে সেত স্বরগে যায়।

৬৭ "মোর সনে কথা কবে চন্দ্রাননী,"
এ হেন দুরাশা কেহ কি করে ?
কিন্তু উচ্চারণ, করিলে বচন,
উৎসাহ, আহ্লাদে, হৃদে কি ধরে ?

৬৮ কি বলিছে বালা, সুমধুর বোলে,
শুনিছে; শ্রবণ সুস্থির করি,—
লোমাঞ্চিত কায়, চমকিত প্রায়,
আশ্বাসিত প্রাণ হ'তেছে মরি !

৬৯ সযত্নে ভাবিছে সঙ্গত উত্তর,
যাহাতে যুবতী সন্তুষ্ট হয়,
খেয়ে থতমত, দাস অনুগত,
অতি ভয়ে ভয়ে কথাটি কয় !

৭০ সবে নম্র স্বরে, শ্রম পুরস্কার,
সব্যস্তে তাহারে করিতে দান,
দয়াকরি হায়, যদি ল'তে চায়,
দিবারে প্রস্তুত তখনি প্রাণ।

৭১ বিনা মূল্যে বেচি মন স্বাধীনতা,
করিতে জীবনে অধীন তার ;
দেহ বাঁধা দিতে, দাসত্ব করিতে,
বহিতে সুগুরু কলঙ্ক ভার !

৭২ বাঁচিতে, মরিতে কথাতে তাহার,
পূজিতে তাহারে দেবতা মত—
কুসুম চন্দন, করি আহরণ,
চরণ লেপনে শোভনে রত।

৭৩ চিরদিন তারে, রাখিতে মস্তকে,
অথবা হৃদয়ে যেখানে মন,
হরিষ অন্তরে, ভাসিতে সাগরে,
ভ্রমিতে পৃথিবী পশিতে বন !

৭৪ করিতে তেমতি, যা বলে যুবতী,
যদিও তাহাতে পরাণ যায় ;
ক্ষুব্ধ নাহি হয়, যদি বিনিময়,
তাহার চরণে আসন পায় !

৭৫ অপবাদ ভয় নাহিরে তাদের,
"কিসের কলঙ্ক ?" ভাবেরে সবে—
"একের উপর, বিরাজে অপর,—
প্রধান অধীন হীনেরা ভাবে।"

৭৬ উঠিছে, বসিছে, ছুটিছে, ঘুরিছে,—
ফিরিছে হাঁসিছে, সমুচ্চস্বরে,—
কহিছে বচন, কাশিছে কখন,—
বিনা প্রয়োজনে কতই করে !

৭৭ তাম্বুল আধার করেতে ধরিছে,
কাহারে দিবার উদ্দেশে যেন,—
বাহুসঞ্চালন, দেহ আস্ফালন,
জান কি ভাবুক করিছে কেন ?

৭৮ রঙ্গিণীর মন আকর্ষণ তরে ;
যদি সুরূপিণী ফিরিয়া চায়—
তবেত সেজন, সর্ব্বার্থ সাধন,
এত ঠাট ছলা সফল হয় !

৭৯ ভাবিছে আপন আকৃতি কেমন,
তার মনমত হয় কি নয় !
পরিচ্ছদ আর, দেখে বার বার,
স্ব দেহের তাহে কি শোভা হয় !

৮০ আলস্য ত্যাগের ছলে হাই তুলি,
রতন অঙ্গুরী দেখায় হাতে,
স্বর্ণ ঘড়ি খুলি, দেখে হাতে তুলি,
যদিবা যুবতী ভোলেরে তাতে।

৮১ সকল প্রকারে করিয়ে প্রয়াস,
যদি অভিলাষ বিফল হয়,
তবে সেই জন হতাশে মগন,
জীবনেতে মৃত হইয়া রয়!

৮২ ভাবে হায় ওই মুকুতার মালা,
তপস্যার বলে সৌভাগ্যবান,
রহেনিরন্তর, উরজ উপর,
সাদরে দিয়াছে হৃদয়ে স্থান।

৮৩ ওই চন্দ্রহার চন্দ্রাধিক শোভা।
অকলঙ্ক দেহ বেড়িয়া পায়,
কঙ্কন বলয়, ভূষণ সমুদয়,
কত পুণ্যবলে উঠেছে গায়!

৮৪ মহাভাগ্যধর শিল্পী শ্রেষ্ঠজন,
যত অলঙ্কার রচেছে যেই—
ওই যে বসন, অঙ্গ আবরণ,
যার করজাত ধন্য রে সেই!

৮৫ আমি হতভাগা, বৃথায় জনম,
লয়েছি জীবন বৃথায় যাবে ;
কষ্ট মাত্র সার, হ'লোরে আমার,
"ধিক মোরে" আরও কত কি ভাবে।

৮৬ হতাশের হেন আক্ষেপ অশেষ,
কিন্তু সে সদয়া যাহার প্রতি,
কত সুখ তার ! কিন্তুরে কাহার,
যেতে তথা হ'তে হয়না মতি !

৮৭ অবাক, অচল, নিষ্পন্দ পুত্তলি,
অনিমিষ চক্ষে দেখিছে রূপে,
শ্বাস অবরোধ করি, নিরবোধ
ডুবিছে ভাসিছে মাধুরী কূপে !

৮৮ আকাশ, ভূতল দিয়ে রসাতলে,
ভাবিছে রূপের ভাবনা তার,
হইয়ে তন্ময়, কত সুখোদয়,
"অবলা" নহিলে এ বল কার ?

৮৯ নৃত্য শেষ হ'লে সবে চমকিত,
ভাবিছে "কেমনে যাবরে ঘরে ?
অই চন্দ্রাননী, গজেন্দ্র গামিনী,
যাদের পরাণ লইয়ে হ'রে !"

৯০ "কোথা যায় বালা—কোথায় পলায়,
করিয়া এ হেন, নিদয়াচার ?"
সবে একমত, ভাবে মনোগত,
ধরিয়া রাখিতে চরণে তার !

৯১ যেরূপ ব্যাকুল দেবাপ্সরগণ,
স্বর্গ হ'তে যদি পতিত হয়,
তার শতগুণ, উৎকণ্ঠিত মন,
তার অদর্শনে পুরুষ চয়।

৯২ দেখে অন্ধকার সব শূন্যময়,
শত লোক তাহার তরে,—
বিরহ অনল দগ্ধকরে, বল ;
"অবলা" নহিলে, কে হেন ধরে ?

৯৩ মুর্খ দুরাচার দুষ্ট ভয়ানক,
পাপে পর হিতে যাহার যশঃ
সুখী হয় রণে, সকলের সনে,
মায়া মন্ত্রে তার সে জনও বশ।

৯৪ মহা-যোদ্ধা-বীর অসুর গঠন,
ভীষণ মূরতি যমের চর,
যেন দেহ খান, লৌহের নির্ম্মাণ,
যে দেখে তাহারি হৃদয়ে ডর।

৯৫ পদভরে ধরা করে টল টল,
রবেতে পাহাড় কাঁপিয়া যায়,
যাহারে শমন, দেখে ভীত-মন,
সম্ভ্রমে প্রণতি করয়ে তায়।

৯৬ ইচ্ছা হ'লে পারে ল'তে পৃথিবীরে,
মথিতে শোষিতে সাগর জল,—
ধন্য ধন্য নারী, সেও আজ্ঞাকারী,
ধন্য ধরাতলে তোমার বল।

৯৭ অসুর নাশিনি তোমার নিকটে,
সাহস বীরত্ব কোথায় যায়!
ভ্রূভঙ্গিতে কাঁপে,—জ্বলে মনস্তাপে,
হাতে হ'তে আসি পড়েরে পায়।

৯৮ "মানিলাম" হারী, বলেরে অমনি,
"অসঙ্গত রণ বলিষ্ঠ হীনে,
প্রিয়ে দয়া করি, দাও পদতরি,
প্রণয় সাগরে বাঁচাও দীনে।"

৯৯ ধন্য সীতাদেবি! তব মন্ত্রবলে,
হ'য়ে দাশরথী, অধীর-মতি,
লয়ে অনুচর, তরিয়া সাগর,
বধিল রাবণে—লঙ্কার পতি।

১০০ ধন্য রে সাবিত্রী! সতী কুলমণি,
শমনের বল নাশিল ছলে!
হেলেন যুবতী, ত্যজি নিজ পতি;
গিরীস জ্বালান সমরানলে!

১০১ ধন্য গিরিসুতা! অপরূপা সতী,
সংযমির যোগ করিল ভঙ্গ,—
স্বভাব অভাব—আশ্চর্য্য প্রভাব,
পাইল জীবন অনঙ্গ অঙ্গ।

১০২ ধন্য ক্লিয়ো পেট্রা, ধন্য নুরজিহান,
ধন্য শকুন্তলা, কৈকেয়ী তুমি—
নাম যশস্কর, রহিবে অমর,
যত দিন রবে এ বিশ্ব ভূমি!

১০৩ ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সর্ব্ব শক্তিমান,
অনাদি অনন্ত অজ্ঞাত-কায়—
কন্যা সরস্বতী, সুন্দরী যুবতী,
তাঁরেও করিল উন্মত্ত প্রায়।

১০৪ সেই রাধা, যেই নন্দের তনয়ে,
বানরের মত নাচাতে পারে!
পারে, যা'র মান, বধিতে পরাণ,
কোন মূর্খ বলে অবলা তারে?

১০৫ ধন্য মায়াবিনী রমনী সকলে,
তোমাদেরই বলে চলিছে ধরা,
রুষ্টা যার প্রতি, কি তার দুর্গতি,
হায়রে অভাগা জীয়ন্তে মরা।

১০৬ সুপ্রসন্না যারে, সেই ভাগ্যধর,
বিপদে ভয়েতে করেনা ভয় ;
জানেনা যাতনা, বিষয় ভাবনা—
সতত বিরাজে মানসে জয়।

১০৭ তোমার দয়াতে, নুতন জীবন,
আবার জীবনে সঞ্চারে কায়,
দুর্ব্বল লাফায়, হাসে মৃত প্রায়,
মানেতে পুরুষ মান খোয়ায়।

১০৮ হায় কত জন কোপ দৃষ্টে পড়ে,
অকালে—স্বেচ্ছায় ত্যজেছে প্রাণ,
তব চিন্তা যত, হৃদয়ের ক্ষত।
প্রেম-রুগ্ন দেহে যাবৎ জ্ঞান।

১০৯ তব অযতনে, চিরদিন তরে,
ছেড়েছে ধরণী, দুঃখের ধাম—
তোমারে ভাবিয়ে, ধীরে উচ্চারিয়ে,
শেষ স্বাস সনে তোমারি নাম।

১১০ তোমারি প্রভাবে যুবক মণ্ডলী,
কাণ্ডজ্ঞান হীন উন্মাদ মত,
জরা-গ্রস্থগণ ফিরায়ে জীবন,
পুনঃ বেশ ভূশা সজ্জায় রত।

১১১ থান ত্যাগ করি, পরে কালাপেড়ে,—
শান্তিপুরে ধূতি ঢাকাই আদি ;—
কলবের পাকে, পাকা চুলে ঢাকে,
নবদন্ত শ্রেণী অধরে ছাঁদি।

১১২ সুগন্ধির প্রতি বাড়ে সমাদর,
প্রণয়ের কথা শুনিতে মন ;
ভুলিয়া ঈশ্বরে,তব রূপ স্মরে,—
নাম জপমালা, হৃদয় ধন !

১১৩ কাঁপিতে কাঁপিতে করয়ে ধারণ—
হৃদয়ে তোমার বিষম ভার !
হরষিত চিতে, চাহেরে করিতে,
এ মতে জীবন অতীত তার।

১১৪ আপত্তির লেশ নাই, যদি হয়,
খেলিতে তাহারে বালক মত—
তোমার আজ্ঞায়, খঞ্জ তেজে ধায়,—
তব অভিলাষ পুরণে রত।

১১৫ তোমার মুখেতে অমৃত ভাণ্ডার;
তোমারি হাতেতে সুখের চাবি
সুখে দুঃখে চলে, তব মায়া বলে,
ভূত বর্ত্তমান সময় ভাবী।

১১৬ ইচ্ছা হ'লে তুমি পার দিতে তুলে,
স্বরগ-উজল প্রাসাদ, পরে!
ক্রোধ হ'লে মনে, পার সেইক্ষণে,
ডুবাতে দুস্তর নরকে নরে।

১১৭ কে বলে "অবলা" রমনী তোমারে ?
হাঁসাতে কাঁদাতে নাচাতে পার ;
বাঁচাতে রাখিতে, মজাতে বধিতে,
এ জগতে হেন কে আছে আর ?

১১৮ সহস্র সহস্র গুরু উপদেশ,
লক্ষ হিত কথা বছর ধরি,
শুনি কিবা ফল ? তব চক্ষুজল
নাশে মনো-মলা বারেক পড়ি।

১১৯ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ যাহার,
কণ্ঠে সরস্বতী বসিয়া মাতা,
জগতের নরে সুযুক্তি বিতরে,
তুমি তাহারও মন্ত্রণা দাতা।

১২০ ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়ি, লভি বহুজ্ঞান,
ইষ্ট মন্ত্র জপে সর্ব্বদা রত
যদি সে প্রবীন, শুনে এক দিন
নৈশ-উপদেশ—সকলি হত!

১২১ তব উপদেশ ক'রে অবহেলা,
কার এত বল, এ হেন জ্ঞান?
তব বৈরিতায় বুদ্ধি দূরে যায়,
তোমার আক্রোশে বাঁচে কি প্রাণ?

১২২ ভাল মন্দ কিবা যে কায সাধিতে,
ভূরি ভূরি ধন সময় ক্ষয়,
তুমি আজ্ঞা কর সবে অগ্রসর,
অব্যয়ে ত্বরিতে সকলি হয়!

১২৩ যতেক পুরুষ ক্রীত হ'য়ে তব,
গলাতে পরেছে দাসত্ব-হার,
চির তোমাসনে, ভ্রমে স্থলে বনে—
যা বল সকলে করাতে পার!

১২৪ বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন,
তোমার ইঙ্গিতে দৌড়ায় সবে,—
তব আজ্ঞাবর্ত্তী, রাজা চক্রবর্ত্তী,
শাসিত ধরণী যাহার রবে।

১২৫ নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সাক্ষাতের তরে,
যদি নিরূপিত কররে স্থান,
সে স্থানে সে ক্ষণে, উৎসাহিত মনে,
ধায়, যায় যদি যাক্ রে প্রাণ !

১২৬ মহা কার্য্যে ব্যস্ত যদি থাকে নর,
তব সম্মানের ত্রুটি না করে ;
নয়ন গোচর, তব কলেবর,
হইলে, ত্রিদিব পায়রে করে।

১২৭ সুসঙ্গত-যুক্ত, সুমিষ্ট সঙ্গীত,
কোকিল কুজন, বসন্ত কালে,
কে শুনে সে তান, সে রব সে গান,
যদি শ্রুত তব স্বরান্তরালে।

১২৮ সদয় বিধাতা, আপন ইচ্ছায়,
সৃজেছে তোমার কণ্ঠের মাঝে,
বীণা সুমধুর, কৃত্রিম ভঙ্গুর,
অন্য যন্ত্র ধনি তাতে কি সাজে ?

১২৯ বারুদের খেলা, বিজ্ঞান চাতুরী,—
আশ্চর্য্য তামাসা যদিও হয়,
কে দেখে সকলে, যদি সেই স্থলে,
তবানন-পদ্ম প্রফুল্ল রয় ?

১৩০ চূড়ান্ত তামাসা, রমণী তোমার
দেহে প্রকটিত আছয়ে ধনী !
যাবত জীবন, করে নিরীক্ষণ,
তামাসার শেষ না হয় গনি।

১৩১ ঘোর-ঘন-জাল আবৃত সুঘোরা
তামসী অমার নিশায় যদি
পূরে মন আশ, তুমি কাছে হাস,
কে চাহে দেখিতে বিদ্যুৎ নদী ?

১৩২ বরঞ্চ দিনেশ আলোক হইতে,
যদি তুমি ডাক, ছাড়িয়া তাহে,
তোমার সহিত, হ'য়ে পুলকিত
অন্ধকারে যেতে সকলে চাহে ?—

১৩৩ তুমি পূর্ণিমার শশির উদয়ে,
যদি রুদ্ধ রাখ, ছাড়িয়া পাশে,
নিদাঘ দাহন,হেতু কোন জন,
অন্ধকূপ হ'তে বাতাসে আসে ?

১৩৪ বেণী শোভা হেরি লাজে অধোমুখী,
সাপিনী তাপিনী বিবরে যায়—
মায়া ছল তত, জান তুমি যত
শীরে কেশ, লোম তোমার গায়।

১৩৫ বলরে কিসের অভাব তোমার ?
অশ্রু-বারি ধারা, কি বল ধরে !
বিপদে বাঁচাতে, সম্পদে মজাতে,
পারে—অরিগণে বিজয় করে।

১৩৬ কি আশ্চর্য্য ছুটা অশ্রু প্রস্রবণ
ধরে বিপরীত অদ্ভুত গুণ ;
কভু সুধা মাখা—কভু অগ্নি শিখা
বাহিরি করয়ে পুরুষে খুন !

১৩৭ অশ্রু ধারা তব আঘাতের অস্ত্র,
রক্ষণ উপায় আবার তাই—
পর বল হরে, বর্ম্মকার্য্য করে,—
বলরে রমণী আরও কি চাই ?

১৩৮ আহা কি উজ্জ্বল আঁখির কিরণ,
অন্ধকারে জ্বলে দ্বিগুণ তর ;
দুরগম স্থানে, ল'য়ে যায় প্রাণে—
অবাধে—দেখা'য়ে সুস্নিগ্ধ কর।

১৩৯ প্রণয়-বিষম-পারাবার-তীরে,
সমুচ্চে স্থাপিত আছয়ে তথা,
জাহাজ নিকরে, পথ রোধ তরে,
সাগরের কূলে আলোক যথা।

১৪০ নয়নের এক অত্যাশ্চর্য্য গুণ
প্রণয়ের কথা কহিতে জানে ;
বাগিন্দ্রিয় হ'তে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব মতে—
মনের কথাটি বলেরে প্রাণে !

১৪১ বহু বাক্য ব্যয় নানা আড়ম্বরে,
যে ভাব কভু না প্রকাশ হয়,
বারেক হেলিয়া, বারেক ঘুরিয়া;
নয়ন তাহারে সুস্পষ্ট কয়।

১৪২ ভ্রূভঙ্গিতে তব শীহরে ধরণী !
কটাক্ষে নিমিষে প্রলয় হয় !
ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে, হয় মর্ম্মপরে,
বজ্র ঘাতাধিক যাতনা দেয়।

১৪৩ কিছার মিছার পুষ্প-পরিমল,
যাহে বিমোহিত ভ্রমর কুল—
ক্ষণমাত্র রয়, পরে লয় হয়,
সুখের সুরসে তার কি ভুল ?

১৪৪ প্রতি শ্বাসে তব জনমি সুঘ্রাণ—
পূরায় মেদিনী, আকাশ বন ;
তাতে অবিরাম মত্ত ধরাধাম—
অহরহ তাহা সেবিতে মন।

১৪৫ চির নিরঝর অধর হইতে,
যেই মকরন্দ সুরস ক্ষরে,
প্রাণ মিশাইয়ে বিভোর হইয়ে
অবিরত পান করয়ে নরে।

১৪৬ ক্ষুৎ পিপাসা আদি হয় নিবারণ,
আহা হা! বারেক আস্বাদে তার,
অরুচির রুচি, অশুচির শুচি,
হয়,—যত সাধ মিটে না কার ?

১৪৭ যত করে পান না ফুরায় আশ,
পুন পুন পান করিতে চাহে
সে রস কেমন, বল সাধু জন,
চির তিরপিত-পরাণ যাহে।

১৪৮ ধন্য ভুজদ্বয় মৃণাল কোমল,
ধরয়ে নিগড় অধিক বল ;
ভীমাসুরগণে, তাহার বাঁধনে
বারেক পড়িলে হয় রে নিচল।

১৪৯ ধন্য বক্ষঃস্থল, শুনেছি ভিতরে,
জ্বলে অহনিশি বিষমানল,
বাহ্যের গঠন ভীম দরশন !
পুরুষ জীবন দাহন স্থল।

১৫০ প্রাচীন হইতে এ কাল অবধি
তাহার তুলনা তুলিতে হত,
কবিরা সকলে,—হারায়ে বিফল,
মস্তিষ্কের ব্যয় করিছে কত!

১৫১ হায় রে সুন্দর বলি শোভা হেরি,
কে পারে থাকিতে—ভাবিতে পাপ—
উঠিতে হৃদয়ে, মদন করয়ে,
যবে নাভি প'রে সুচারু ধাপ।

১৫২ সুগুরু নিতম্ব তোমার শরীরে
তার ভার লাগে মোদের গায়—
দেখি হত জ্ঞান জ্বর জ্বর প্রাণ,
আমরা চলিতে না পারি হায়।

১৫৩ তাহার উপমা দিবারে ব্যাকুল?
খুজি রাম রম্ভা, করীর শরীর,
উপমার ধন, না করি দর্শন,
মহা জনগণ হয়েছে স্থির।

১৫৪ "সঞ্চারণ-কারী স্থল পদ্ম মত—
চরণ" বলেছে পণ্ডিতগণ—
"বদন শশাঙ্ক বিনাশে কলঙ্ক,
দেহের গঠন নবীন ঘন।"

১৫৫ কমনীয় দেহে যে অঙ্গ নিরখি,
মোহিনী ক্ষমতা, তাহারি হায়,
আশ্চর্য্য সকল, সুন্দর সবল,
রমণী তোমার অপূর্ব্ব কায়।

১৫৬ কোন অঙ্গ ধরে সমধিক বল—
আমিত জানিনা,—কেমনে কব ?
অতল গহ্বর,—উন্নত শিখর,—
ফলে ফুলে দেহ সাজান তব !

১৫৭ ফুল-বান-বান দাহনে পুরুষ
বিকল অধীর যায় রে প্রাণ ;
জ্বালা দূরে যায়, শরীর জুড়ায়,
নারী-সরোবরে করিলে স্নান।

১৫৮ লাবণ্যের লীলা জল ঢল ঢল,
চপল নয়ন সফর তায়,
চিকুর শৈবাল, সুভুজ মৃণাল,
বদন কমল কি শোভা পায় ?

১৫৯ স্তন চক্রবাক যুবা ভাসমান
নিতম্বের ঘাট বাঁধান তার,
বারেক পশিলে, সে স্বচ্ছ সলিলে,
কেহ কি চাহেরে উঠিতে আর ?

১৬০ কে চাহে কে পারে উঠিতে তাঁহতে,
সুখময় বাপী ছাড়িয়া ভবে ?
শত বীচি-মালা, করে কত খেলা,
"দেখিব পাতাল" ভাবেরে সবে।

১৬১ মধুর হিল্লোলে যেই জন যায়,
ভাসিতে ডুবিতে যতেক দূরে,
সেই সুধা তত, লভে অবিরত,
জীবন থাকিতে তীরে না ঘুরে।

১৬২ করিবারে আহা ! তব গুণ গান,
ভাবিতে আশ্চর্য্য স্বভাবে তব,
পুঙ্খ অনুরূপে বর্ণিবারে রূপে,
মাথা ঘুরায়েছে বিদ্বান্ সব।

১৬৩ আমি মূঢ়-মতি, জ্ঞান-বুদ্ধি-হীন,
আমিও বুঝেছি তোমার বলে,—
কত বল তার, প্রভাবে যাহার,
শত শত জ্ঞানি-লেখনি চলে ?

১৬৪ সংসারী জনের অমূল্য রতন—
যার লাভে সবে যাতনা ভুলে,
ক্ষমতা অপার, রমনী তোমার,
গর্ব্ভ হ'তে কোলে দাওরে তুলে !

১৬৫ শমনের সনে করি বাদাবাদি,
তাহার করাল কবল হ'তে,
রেখেছে সংসারে, ধন্য রে তোমারে,
তাই আজ(ও) নর আছে জগতে

১৬৬ শত জনে যম করয়ে গরাস,
লক্ষ জনে সৃষ্টি কররে পুনঃ,
জ্বরা বৃদ্ধ যায়, বলিষ্ঠ জন্মায়,
এমনি তোমার প্রভাব, গুণ !

১৬৭ তব লাগি রণে রত কত জন,
কত জন ভঙ্গ দিয়াছে তাতে,
তব সন্নিধানে, প্রতিজ্ঞা না মানে,
আত্ম বিস্মৃতিত প্রত্যেক হাতে।

১৬৮ সমরাদি যত কষ্টকর কাজ,
সমাপন ভার মোদের' পরে,
করেছে অর্পণ ; কভু মহাজন,
নীচ কাজ, নিজ হাতে কি করে ?

১৬৯ তোমার কুহকে ভুলি কত জন,
সঁপেছে শনিরে জীবন ভাগ।
আরো কত নর, ভুলিয়া ঈশ্বর,
পরকাল আশা করেছে ত্যাগ।

১৭০ দ্রৌপদীর লোভে করিয়া দুরাশা,
ভীম পদাঘাতে কীচক মরে ;
সুন্দ উপসুন্দ করি মহা দ্বন্দ্ব
হারা'ল জীবন কাহার তরে ?

১৭১ কেন ইন্দ্র দেহে সহস্র লোচন ?
কেনরে কুয়াসা সৃজন হলো ?
কেন বিধু হলো কলঙ্কে সমল ?
সকলি প্রকাশে তোমার বল।

১৭২ বল নারী তুমি কি করিতে নার ?
যৌবনে সিংহীর বিক্রম ধর,
বলিষ্ঠ স্থবির, ভয়ে নত শীর
বিনা সিঁধে মন হরণ কর !

১৭৩ তব সাধ্যাধীন মত্ততা বসনে—
বিনা মদে মত্ত তোমারি কাছে !
প্রচণ্ডতা হরে, রাখে ভেড়া ক'রে,
হেন ভেল্কী কিরে জগতে আছে ?

১৭৪ শিশু যদি তুলে ক্রন্দনের ধূয়া,
প্রবোধে, রতনে, কভু না ভোলে,
দণ্ডে না ডরায়, কিছু নাহি খায়,
কিন্তু সুধু স্থির তোমার কোলে।

১৭৫ হরি সংকীর্ত্তন, রামায়ণ গান,
চণ্ডীলীলা পাঠ পুরাণ সার,
অথবা ভারত,বেদ ভাগবত,
নীতি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার আর—

১৭৬ ঈশ্বর মহিমা বিবরিত হয়—
কে শুনিতে যায়, চাহে সে সব ?
হয় রে যখন, যদি রে তখন,
শুনাও অনন্ত পুরাণ তব ?

১৭৭ এ সব শ্রবণে গাঢ় নিমগন
আছে যে সময় মানব চয়
কি করে সকলে, হায় হেন কালে,
খেমটার যদি আরম্ভ হয় ?

১৭৮ সবে ভাগবতে করে বিড়ম্বনা—
কথকের ক্লেশ প্রয়াস হত !—
ধর্ম্ম উপদেশ, নীতি রত্ন শেষ,
বিফল অরণ্যে রোদন মত !

১৭৯ তন্ন তন্ন ক'রে দেখে ভূমণ্ডল
ধর্ম্ম অনুরাগী কজন পাও
ধন্য রে কামিনী ! শকতি রূপিনী,
সবে দাস, বল কাহারে চাও ?

১৮০ অগন্তব্য উচ্চে হইলে স্থাপিত,
বিষ-দরশনে বেদনা দাও,—
কমেনা, কমেনা, বাড়ে রে যাতনা,
ক্রমে তুমি যত দূরেতে যাও।

১৮১ নিকটেতে আসি, যাতনা-দায়িনি!
হান শেল, ব্যথা যায় রে দূরে,—
বিষে বিষ ক্ষয়, তাই এতে হয়,—
তোমার পরশে মেদিনী ঘুরে।

১৮২ স্বদেশে, বিদেশে শত যোজনান্তে,
ধায় যত লোক তোমারি পানে,
হৃদয়েতে খনি, আছে স্পর্শ মণি,
তাই দেহ'পরে পুরুষে টানে।

১৮৩ বারেক বিচ্ছেদ হইলে তোমার,
"কোথা প্রাণ!" ভাবি অধীর-মতি,
পলে বৎসর, দণ্ডে যুগান্তর
জ্ঞান হয়—হেন তব শকতি।

১৮৪ ঘটনানুক্রমে হয় রে যদ্যপি,
বিষম বিপদ পতিত-শীরে,
পেলে তবাশ্বাস, হয় না হতাস,—
মানবের বল সাহস ফিরে!

১৮৫ আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব অবগত তুমি,—
হৃদি-নিপীড়নে বায়ুর কোপ,
বদন অমিয়ে পিত্তে বিনাশিয়ে,
আলিঙ্গনে কর কফের লোপ।

১৮৬ মনোরোগ যাতে হারে সমুদায়—
নিদান, চরক,—যতেক আছে,
চিকিৎসক ধন্য, অলোক—সামান্য,
তার(ও) মহৌষধি তোমারি কাছে!

১৮৭ মৃত্যু কালে যেই দুঃসহ যাতনা—
মুহুর্ত্তে, মুহূর্ত্তে শোণিত ক্ষয়,—
হাত দিলে গায়, অর্দ্ধ কষ্ট যায়,
তব পাশে সুখ মরিতে হয়!

১৮৮ বাঁধা মোরা সবে তব প্রেম-ডোরে,
রজ্জু-গল-বদ্ধ বৃষের মত,
যদি ঢিল পাই, কিছু দূরে যাই,
টানিলে খুঁটার নিকটে গত!

১৮৯ দিনকর যথা থাকি মধ্যস্থলে,
গ্রহ, উপগ্রহ যতেক সবে
ঘুরায় মণ্ডলে, পুরুষ সকলে
সেই মত তুমি কর রে ভবে।

১৯০ তেমতি পুরুষ সসব্যস্ত হয়ে—
মধুকর যথা যায় রে ঝাঁকে,
দিক্—দিগন্তর, ভ্রমি নিরন্তর—
শেষে উপনীত মধুর চাকে।

১৯১ মাধবিকা লতা যথা সহকারে,
মনোহর রূপে বেড়িয়া গায়,
করে আলিঙ্গন, কখন কখন,
তুমিও রমণী পুরুষ কায়!

১৯২ চারু মঞ্জরীতে শোভে তরুবর,
নব নব বেশে পুরুষ সাজে,—
দৃঢ় কলেবর—দুর্ভাবনা-ঝড়,
প্রবেশিতে নারে দেহের মাঝে।

১৯৩ যথা বৃহত্তরু লতার অধীন,
গাঢ় আলিঙ্গন, ছাড়াতে নারে ;
হায় সেই মত, নরগণ যত,
তুমি এক বার ধর রে যারে।

১৯৪ পুরুষের ভাব—বলবীর্য্য আদি
দূরে যায়, তেজ থাকেনা মনে,—
তব অভিমত সম্পাদনে রত,
হয়রে রমনী, রমনী সনে।

১৯৫ স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিতে তোমারে,
গলাতে পরা'তে মুকুতা-হার,
আকাশের চাঁদে, নিতম্বের ফাঁদে
ধরি দিতে—তনু সাজাতে আর,

১৯৬ অবিরত ব্যস্ত আছে জগজ্জন—
ভূ-গর্ভে প্রবেশে, সিন্ধুর জলে
ডুবে অকাতরে—কত শ্রম করে,
ধন্যরে রমনী তোমারি বলে !

১৯৭ বলে অধিকার করেছ ত্রিদিব,
সুরপতি গৃহে নাচিছ রঙ্গে;
দিগম্বরী হয়ে, ভ্রম নিরভয়ে,
শ্মশানে শ্মশানে শিবের সঙ্গে ।

১৯৮ ক্ষমা কর সুধী মহাত্মা বিদ্বান,
সভ্যতার সীমা লঙ্ঘিত যদি,
অত্যুক্তি বচন, অন্যায় লিখন,
অতিক্রান্ত কিম্বা বিষয়াবধি ।

১৯৯ যদি কিছু দোষ হ'য়ে থাকে মম,
ক্ষমা কর মোরে অঙ্গনা চয়,
হাত যোড় করি, স্বর্ণপদে ধরি,
আমি তোমাদেরি গাইছি জয় !

২০০ আজ হ'তে এস সুশিক্ষিত গণ,
অন্যায় "অবলা" বচন ছাড়ি,
পূরিয়ে বাসনা করি এ ঘোষণা—
সকলে, "সবলা প্রবলা "নারী।

পরিশিষ্ট।

১। কর্ণধার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার নাই, কিন্তু এখানে করা গেল।

৭। ভূত—ভৌতিক পদার্থ। যথা, জল, বায়ু ইত্যাদি।

১২। সমুদ্র গর্ভেও পাহাড় আছে।

৩৩। বন—জল।

৩৬। বর—প্রার্থনীয় বিষয়।

৪১। ক্লান্ত—পীড়িত।

৪৭। দেবতাগণও রমণীর মায়ায় মুগ্ধ। সে মায়া যে অতিক্রম করিতে পারে, তাহার প্রকৃতি দেবগণ হইতেও উন্নত অথবা পশু হইতেও নীচ ও উৎসাহ বিহীন।

৫৫। পরশ—স্পর্শ।

৭৫। এ জগতে এক জনের উপর অপরে প্রভূত্ব করে। হীন ব্যক্তিরা প্রধান ব্যক্তির অধীন।

১০০। অসামান্য রূপবতী হেলেনের সহিত মেলেনিয়সের বিবাহ হয়। ট্রয়রাজ পুত্র পারিস হেলেনের রূপে মোহিত হইয়া, বিবিধপ্রলোভন দ্বারা তাহাকে নিজের বশীভূত ও আয়ত্তাধীন করে। এই অপকর্ম্মের প্রতিশোধেচ্ছায় গ্রীস দেশীয় রাজাগণ মেলেনিয়সের পক্ষ

সমর্থন করেন। ট্রয় রাজের সহিত তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম হয়।

১০২। ক্লিয়োপেট্রার মত সুন্দরী অথচ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ভূমণ্ডলে আর জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। তিনি রোমীয় সম্রাট সিজরের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। সিজরের মৃত্যুর পর, মার্ক এণ্টানি তাঁহার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব্বভাগের অধিকাংস তাঁহাকে প্রদান করেন। ক্লিয়োপেট্রাকে যে কেহ দেখিত, সেই একেবারে বিমুগ্ধ হইত। স্বদেহ সর্পাহত করাইয়া ক্লিয়োপেট্রা প্রাণত্যাগ করেন।

১০৭। প্রণয় মানুষের দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ।

১২৭। স্বরান্তরালে—স্বর—অন্তরালে, অন্তরাল হইতে যদি তোমার স্বর শ্রুত হয়, তবে ইত্যাদি।

১৩১। অন্ধকারে বিদ্যুৎ-আলোক স্পৃহনীয়।

১৩৯। সমুদ্রের তীরে অনেক স্থানে উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে। সমস্ত রাত্রি তাহার উপর আলোক জ্বলে। ঐ আলোক দেখিয়া জলপোতের পথ নিরূপিত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে লাইট হাউস (আলোক-গৃহ) কহে।

১৪৬। তিরাপত্ত তৃপ্ত।

১৫৭। মহাকবি কালিদাসের ভাব।

১৫৯। ঐ ঐ

১৭৫। ভারত—মহাভারত।

১৮৫। মহাকবি কালিদাস।

১৯৮। বিষয়াবধি—বিষয়—অবধি, সীমা।

অনেক পুস্তকালয়ে, বিশেষতঃ কলিকাতার নিম্ন-লিখিত স্থলে প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।—ক্যানিং লাইব্রেরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। চীনাবাজার, পুস্তকের দোকান—শ্রীপদ্মচন্দ্র নাথ।—সংস্কৃত-প্রেস—ডিপোজিটারী—বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সারদাম্বী পুস্তকালয়—বটতলা, কার্য্যাধ্যক্ষ।